ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

বার্ষিকপ্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

ক্ষুদ্র কৃষক ফডিএফ)

৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

www.sfdf.org.bd

পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের পটভূমি ও প্রেক্ষাপট	১
ফাউন্ডেশনের রূপকল্প	১
ফাউন্ডেশনের অভিলক্ষ্য	১
ফাউন্ডেশনের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	১
কার্যাবলি	২
প্রতিবেদনাধীন ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি	২
ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের অগ্রগতি	২
কেন্দ্র গঠন ও সদস্যভুক্তি	২
ঋণ বিতরণ ও আদায়	২
পুঁজি গঠন	৩
প্রশিক্ষণ	৩
নারীর ক্ষমতায়ন	৩
এসএফডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	৪
প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি	৭
প্রকল্পের অঙ্গাভিত্তিক কার্যক্রমের অগ্রগতি	৭
কেন্দ্র গঠন ও সদস্যভুক্তি	৭
ঋণ বিতরণ ও আদায়	৭
পুঁজি গঠন	৮
প্রশিক্ষণ	৯
নারীর ক্ষমতায়ন	৯
প্রকল্প এলাকা	১০
চিত্রে এসএফডিএফ এর বিভিন্ন আয়বর্ধণমূলক কার্যক্রম	১২

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের পটভূমি ও প্রেক্ষাপট

❒ ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকার-এর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)র আওতায় "Action Research on Small Farmers and Landless Laborers Development Project (SFDP)" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

❒ **মূলত এ প্রকল্পটি শুধু বাংলাদেশে নয় বিশ্বে সর্বপ্রথম দরিদ্র ও দরিদ্রতর মানুষকে সংগঠিত করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির সূচনা করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলাদেশে তথা বিশ্বে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের পথিকৃৎ হচ্ছেন বাংলাদেশের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।**

❒ ১৯৭৫ সাল থেকে প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হলেও পরবর্তী সরকারসমূহের উদাসীনতায় সরকারি খাত থেকে বিনিয়োগের জন্য তহবিল না পাওয়া যাওয়ায় এবং ব্যাংকের মাধ্যমে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় প্রকল্পটি কয়েক পর্যায়ে বিভিন্ন নামে ২০০৫ পর্যন্ত ধুঁকে ধুঁকে টিকে থাকে। পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হসিনার প্রথম সরকারের শেষ দিকে প্রকল্পটি ফাউন্ডেশনে রূপান্তরের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দীর্ঘ ২৮ বছর প্রকল্প ও কর্মসূচি আকারে চলার পর ২৭ জুলাই ২০০৫-এ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশ' সৃষ্টি হয়।

❒ এ ফাউন্ডেশন জামানতবিহীন ঋণ কর্মসূচির সূচনাকারী যুগান্তকারী প্রকল্পেরই গর্বিত উত্তরসূরী।

ফাউন্ডেশনের রূপকল্প

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ।

ফাউন্ডেশনের অভিলক্ষ্য

পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের সদস্যদেরকে কেন্দ্রভুক্তির মাধ্যমে সঞ্চয় ভাগ করলে উদ্ধুদ্ধ করে নিজস্ব পুর্জি গঠন ও জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং -উন্নয়ন কর্মকান্ড ও ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের নারীদেরকে সম্পৃক্তকরণ ।

ফাউন্ডেশনের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

২. দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

৩ . সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উন্নয়নে যুগোপযোগী কৌশল উদ্ভাবন ও বিস্তৃতকরণ।

৪. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।

৫ . দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন।

৬. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।

৭. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মান্নোন্নয়ন।

৮ . আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

কার্যাবলি

১। গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের পুরুষ/মহিলাদেরকে সংগঠিতকরণ;

২। সংগঠিত পুরুষ/মহিলাদেরকে তাদের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;

৩। ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ;

৪। সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন ; এবং

৫। সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদান।

প্রতিবেদনাধীন ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের অগ্রগতি

ফাউন্ডেশনের অনুকূলে আবর্তক ঋণ তহবিল বাবদ ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি টাকার মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ মাসে কার্যক্রম শুরু করা হয় । পরবর্তী ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৫.০০ কোটি এবং সর্বশেষ সরকারের গতিশীল নেতৃত্বের সার্বিক সহযোগিতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুন্নয়ন খাত হতে থোক আরো ৪.০০ কোটি আবর্তক ঋণ সহায়তা পাওয়া যায় । ২০০৯ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নবান্ধব সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের জন্য Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) থেকে ২৯ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অপর একটি এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আরো একটি প্রকল্পসহ মোট ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফাউন্ডেশন পর্যায়ক্রমে দেশের ২৮টি জেলার ১১৯ টি উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সর্বমোট ১২৮.১৮ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল সহযোগিতা পায়। ফলে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ৫৪ টি উপজেলা থেকে ১৭৩ টি উপজেলা কার্যালয়ে সম্প্রসারণ করা হয়। ফলে সর্বমোট ১৪২.১৮ কোটি টাকার 'আবর্তক ঋণ তহবিল' এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ও জুন ২০২০ পর্যন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপিত হলোঃ

কেন্দ্র গঠন ও সদস্যভুক্তি

ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের ২০–৩০ জন পুরুষ/মহিলাকে নিয়ে ০১ (এক)টি করে কেন্দ্র গঠন করা হয়ে থাকে । ২০১৯–২০২০ অর্থ বছরে ১৮১ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ১৪,৪৯৯ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয় । জুন'২০ পর্যন্ত ৬,৮২১ টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ২,০৮,১৪০ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

ফাউন্ডেশনের আওতায় সদস্য/সদস্যাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর মেয়াদী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে এক বছর/দেড় বছর/ দুই বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয় । ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সাপ্তাহিক কিস্তিতে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে মাসিক কিস্তিতে ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় । ২০১৯–২০২০ অর্থ বছরে ১৪৫৩৪.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ১৫৫৮৮.০০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। জুন'২০ পর্যন্ত ১১২৩২৭.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ৯৫৯.২৭ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৭ ভাগ ।

পুঁজি গঠন

ফাউন্ডেশনের উপকারভোগীদের 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনের লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রমের আয় হতে সাপ্তাহিক ন্যূনতম ২০.০০ টাকা হারে 'সঞ্চয় আমানত' জমা করার ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৯–২০২০ অর্থ বছরে ১১৮১.০০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় জুন'২০ পর্যন্ত ৮৫৮০.০০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় আমানত জমা করা হয়।

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি আদায়ের কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ

ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৯–২০২০ অর্থ বছরে ৩৫০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ও ২৬৬৩ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুন'২০ পর্যন্ত ২,৪০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ২৭,২০৭ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সুতরাং নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন সে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় উপার্জন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশ সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী। ফাউন্ডেশনের আওতায় এ পর্যন্ত মাট ভর্তিকৃত ২১৪০,০৮, জন সদস্যদের মধ্যে ১,৯৫,৬৫২ জন নারী সদস্য রয়েছে। নারী সদস্যের শতকরা হার ৯৪%। সদস্যভুক্ত এ সকল নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ১০৫৫৮৭.৩৮ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এ সকল নারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ৮০৬৫.২০ লক্ষ টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে। প্রতিটি সমিতি কেন্দ্রের /নারী সভাপতিম্যানেজা ,র এবং সদস্যদের মধ্যে যারা সৃজনশীল ও নারী নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম এবং সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী তাদেরকে তালিকাভুক্ত করে এ পর্যন্ত ২৫৫৭৪, জন নারী সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীগণ প্রশিক্ষণ লব্দ অভিজ্ঞতা কেন্দ্রের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে অবদান রাখতে পেরেছেন। ফলে নারীদের উৎপাদন, আত্ন-কর্মসংস্থান ও

আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁদের আত্ন-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণের পাশাপাশি যৌতুক প্রথা ও বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নেতৃত্ব বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণ, শিশু অধিকার সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণের যথাযথ ব্যবহার, আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি চাষাবাদ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিষয়ে নারীগণ অধিক সচেতন হয়েছেন। ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ ফাউন্ডেশনের নারী সুফলভোগীদের প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। এ ধারা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এখনও অব্যাহত রয়েছে।

ফাউন্ডেশনের ‘পরিচালনা পর্ষদ’ এর ৪৫ তম সভা

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনে অর্ন্তভুক্তির নিমিত্ত এসএফডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত সময়ে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন-এসএফডিএফ-এর কার্যক্রমের ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হতে শুরু করে যা ফাউন্ডশনের ইতিহাসে মাইল ফলক হয়ে আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নবান্ধব সরকারের গতিশীল নেতৃত্বের শুরুতেই সার্বিক সহযোগিতায় ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) থেকে ২৯ কোটি ৩৮লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করে। তারপর ফাউন্ডেশন পর্যায়ক্রমে দেশের ২৮টি জেলার ১১৯ টি উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১২৮.১৮ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল সহযোগিতা পেয়ে থাকে। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিবরণ নিম্নরুপঃ

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত অর্থ বছর	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	আবর্তক ঋণ তহবিল
০১.	২০০৯-২০১০	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (১ম পর্যায়) প্রকল্প	জুলাই,২০০৯-জুন,২০১৪	২৯.৩৮	২৭.৪৮
০২.	২০১২-২০১৩	দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প	জুলাই,২০১৩-ডিসেম্বর,২০১৬	৫৯.১৩	৩৮.২০
০৩.	২০১৫-২০১৬	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়) প্রকল্প	জানুয়ারি,২০১৬-ডিসেম্বর,২০১৯	৯১.৬৪	৬২.৫০
মোট-				১৮০.১৫	১২৮.১৮

উপরিউল্লিখিত ক্রমিক নম্বর ১ ও ২ এ বর্ণিত প্রকল্প দুইটি সফলভাবে প্রকল্প মেয়াদে সমাপ্ত হয়েছে যে গুলোর মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন অবদান রেখেছে। অর্থ বছর ২০১৫-২০১৬ তে অনুমোদিত এবং জানুয়ারি,২০১৬-ডিসেম্বর,২০১৯ মেয়াদে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত থাকায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ৬ মাস অর্থাৎ জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯ সময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর সমাপ্ত হয়। নিম্নে এসএফডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়) প্রকল্পের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন বর্ণনা করা হলো-

১.০	প্রকল্পের শিরোনাম	:	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা (২য় পর্যায়) প্রকল্প।
২.১	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
২.২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)।
২.৩	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ	:	কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
৩.০	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা	:	**প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

এসএফডিএফ-এর বিদ্যমান এলাকার কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং ক্ষুদ্র কৃষকগণের দারিদ্র্য বিমোচন এ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে চরম দারিদ্র্য পীড়িত কতিপয় এলাকায় এসএফডিএফ-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলঃ

- পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের নারী/পুরুষকে উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে মাধ্যমে তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচন জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;
- প্রকল্পের সুফলভোগীদেরকে (নারী/পুরুষ) সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ ও উৎসাহদান;
- সুফলভোগী সদস্যগণকে উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণদান;
- সুলফভোগী সদস্যগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ ও উৎসাহদান;
- এসএফডিএফ-এর আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাগত সক্ষমতা উন্নয়ন।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রাঃ

(ক) প্রকল্পটির মাধ্যমে ০৬টি বিভাগের ২২টি জেলার ৬০টি উপজেলার গ্রাম পর্যায়ে ২৩৪০টি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠি উন্নয়ন কেন্দ্র গঠন।

(খ) এ সকল কেন্দ্রে আওতায় ৫৮,৫০০ জন নারী/পুরুষকে সংগঠিত করে তাদের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৫,২৮১.০০ লক্ষ টাকা জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান।

(গ) ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে সদস্যদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে জমার মাধ্যমে ৯৩৬.৩৩ লক্ষ টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ।

(ঘ) ৪৬৭৫ জন সুফলভোগী সদস্য ও ৩২৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক, ৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য আইসিটি এবং ১০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য MIS & AIS সফটওয়্যার পরিচালনা প্রশিক্ষণ প্রদান।

(ঙ) সুফলভোগী সদস্যগণকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ ও উৎসাহদান প্রদান।

দেশের ২২টি জেলার ৬০টি উপজেলার পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক (০.০৫-২.৪৯ একর চাষযোগ্য জমির মালিক) পরিবারের নারী/পুরুষকে গ্রাম পর্যায়ে ২৩৪০ টি কেন্দ্রে সংগঠিত করে ৫৮৫০০ জন সদস্য/সদস্যাকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-র্কমসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক র্কাযক্রমে ‘জামানতবহীন ক্ষুদ্র ঋণ’সহ বিভিন্ন সেবা-সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণই এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল :

ডিপিপি'র ধরন	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ
মূল	০১ জানুয়ারি,২০১৬	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮
১ম সংশোধিত	০১ জানুয়ারি,২০১৬	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯
২য় সংশোধিত	০১ জানুয়ারি,২০১৬	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯

৫.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):

উৎস	মূল অনুমোদিত ব্যয়	১ম সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয়	২য় সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়
১	২	৩	৪
মোট	৬৪০৯.৫৪	৭৩৭০.৯৭	৯১৬৩.৭১
জিওবি	৬৪০৯.৫৪	৭৩৭০.৯৭	৯১৬৩.৭১
নিজস্ব অর্থ	০.০০	০.০০	০.০০
অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০

প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

- ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে ৭৮৪.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি) বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর,২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্ত ৭৮৪.০০ লক্ষ টাকা।
- ডিসেম্বর,২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয় ৭৫৩.৯১ লক্ষ টাকা এবং অগ্রগতির হার ৯৬.১৬%।
- ক্রমপুঞ্জিত অর্থ অবমুক্ত ৯১৩৭.৭১ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯১০৭.৬২ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার ৯৯.৬৭%।
- ডিপিপি মোট বরাদ্দ ৯১৬৩.৭১ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয় ৯১০৭.৬২ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার ৯৯.৩৯%।

প্রকল্পের অঙ্গাভিত্তিক কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

কেন্দ্র গঠন ও সদস্যভুক্তি

প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের ২০–৩০ জন পুরুষ/মহিলাকে নিয়ে ০১ (এক)টি করে কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে । ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কেন্দ্র গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ১০২টির বিপরীতে অর্জন ১৩৬টি। অগ্রগতির হার ১৩৩.৩৩% এবং ডিসেম্বর ১৯ পর্যন্ত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত কেন্দ্র গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ২৩৪০টির বিপরীতে অর্জন ২৪১৮টি অগ্রগতির হার ১০৩.৩৩% (খ) ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সদস্যভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা ৫৬৪৫ জনের বিপরীতে অর্জন ৭৮০৩ জন অগ্রগতির হার ১৩৮.২৩% এবং ডিসেম্বর ১৯ পর্যন্ত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত পুরুষ/মহিলা সদস্যভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা ৫৮,৫০০ জনের বিপরীতে অর্জন ৫৮,৬৩৪ জন অগ্রগতির হার ১০০.২৩%।

ঋণ বিতরণ ও আদায়

প্রকল্পের আওতায় সদস্য/সদস্যাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর মেয়াদী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে এক বছর/দেড় বছর/ দুই বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হয় । ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সাপ্তাহিক কিস্তিতে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচিতে মাসিক কিস্তিতে ঋণের আসল ও সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় । ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ২৫৭৮.৩৬ লক্ষ টাকা বিপরীতে অর্জন ৩৮০০.৫২ লক্ষ টাকা অগ্রগতির হার ১৪৭.৪০% এবং ডিসেম্বর ১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১৫২৮১.০০ লক্ষ টাকা বিপরীতে অর্জন ১৮৮৬৯.৪১ লক্ষ টাকা অগ্রগতির হার ১২৩.৪৮%। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৬৬০.১৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে এই সময় পর্যন্ত ঋণ আদায় আসল ৩৫৬৯.৮৯ লক্ষ টাকা অগ্রগতির হার ২১৫.০৩% এবং ডিসেম্বর ১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১০৩৭৭.৬৬ লক্ষ টাকার বিপরীতে সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে এই সময় পর্যন্ত ঋণ আদায় আসল ১৩৯২৩.১৭ লক্ষ টাকা অগ্রগতির হার ১৩৪.১৭%। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের শতকরা হার ৯৮% ।

সুফলভোগীর মুরগীর খামার

সুফলভোগীর গরুর খামার

পুঁজি গঠন

প্রকল্পের উপকারভোগীদের 'নিজস্ব পুঁজি' গঠনের লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রমের আয় হতে সাপ্তাহিক ন্যূনতম ২০.০০ টাকা হারে 'সঞ্চয় আমানত' জমা করার ব্যবস্থা রয়েছে । আবার সদস্যগণ সেচ্ছায় বেশী পরিমাণ সঞ্চয় জমা করার সুযোগ ছিল। সুফলভোগীদের সঞ্চয়ের বিপরীতে ৬% সুদ প্রদানের সুযোগ রাখা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মূলধন গঠনের স্থিতি লক্ষ্যমাত্রা ৫০.৩২ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন ৩৯.১৭ লক্ষ টাকা অগ্রগতির হার ৭৭.৮৫% এবং ডিসেম্বর ১৯ পর্যন্ত মূলধন গঠনের স্থিতি লক্ষ্যমাত্রা ৯৩৬.৩৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন ১২২৩.২৩ লক্ষ টাকা অগ্রগতির হার ১৩০.৬৪%।

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি আদায়ের কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন এবং সুফলভোগীদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । ডিপিপি অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত সুফলভোগী প্রশিক্ষণ প্রদান ৬১৭৫ জনের বিপরীতে অর্জন ৬১৭৫ জন অগ্রগতির হার ১০০%। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২৫ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৫ জনকেই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর ১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৩২৫ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩২৫ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অগ্রগতির হার ১০০%।

সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। সুতরাং নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীর ক্ষমতায়ন সে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় উপার্জন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান তথা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ । এ সকল কর্মসূচির অধিকাংশ সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী । প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৫৮,৬৩৪ সদস্যদের মধ্যে ৫৫,১১৬ জন নারী সদস্য রয়েছে । নারী সদস্যের শতকরা হার ৯৪%। প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প মেয়াদে মোট বিতরণকৃত ১৫২৮১.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে সদস্যভুক্ত এ সকল নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের নিমিত্ত

বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ১৪৩৬৪.১৪ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে । এ সকল নারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ১১৪৯.৮৩ লক্ষ টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছে । উল্লেখ্য নারী সদস্যদের ঋণ পরিশোধের পরিমাণ পুরুষ সদস্যদের চেয়ে অধিক। এছাড়া নারী সদস্যদেরকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমনঃ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টি-স্বাস্থ্য ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহযোগিতা প্রদানে অধিকতর সাড়া পাওয়া যায়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নে যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রংপুর	পঞ্চগড়	বোদা
		তেঁতুলিয়া
	রংপুর	বদরগঞ্জ
		পীরগাছা
রাজশাহী	রাজশাহী	চারঘাট
		বাঘমারা
		পবা
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
	পাবনা	ভাঙ্গুরা
		আটঘরিয়া
	নাটোর	নাটোর সদর
		বড়াইগ্রাম
		গুরুদাসপুর
	নওগাঁ	নওগাঁ সদর
		নিয়ামতপুর
		মহাদেবপুর
	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর
		কাজিপুর
		কামারখন্দ
ঢাকা	গাজীপুর	কালিয়াকৈর
		কালীগঞ্জ
		কাপাসিয়া
		শ্রীপুর
	কিশোরগঞ্জ	ভৈরব
		বাজিতপুর
		হোসেনপুর
	জামালপুর	জামালপুর সদর
		ইসলামপুর
		মেলান্দহ
		সরিষাবাড়ী
	শেরপুর	শেরপুর সদর
		ঝিনাইগাতী
		নকলা
		নালিতাবাড়ী

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
		শ্রীবর্দি
	টাঙ্গাইল	নাগরপুর
		দেলদুয়ার
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
খুলনা	খুলনা	ডুমুরিয়া
		পাইকগাছা
		কয়রা
	কুষ্টিয়া	ভেড়ামারা
		মীরপুর
		কুমারখালী
	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর
		আলমডাঙ্গা
		জীবননগর
বরিশাল	বরিশাল	উজিরপুর
সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর
		বিশ্বনাথ
		বিয়ানীবাজার
		কোম্পানীগঞ্জ
	হবিগঞ্জ	বাহুবল
		চুনারুঘাট
		মাধবপুর
	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল
		কুলাউড়া
	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর
		ছাতক
		দোয়ারা বাজার
০৬	২২	৬০

চিত্রে এসএফডিএফ এর বিভিন্ন আয়বর্ধণমূলক কার্যক্রম

সুফলভোগীর মুরগীর খামার

সুফলভোগীর গরুর খামার

সুফলভোগীর মাছের খামার

সুফলভোগীর শাক সবজি উৎপাদন

গরু পালন

তাঁত শিল্প

গরু পালন

পাওয়ার টিলার

সুফলভোগীর নার্সারী

মুরগীর খামার

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইসিটি)